2nd sem (Programme)

বিষয় - বাংলা ছন্দের তিন রীতি,
স্বরবৃত্ত ছন্দের পরিচয় ও
মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পরিচয়।

Scanned with CamScanner

বাংলায় প্রধানত তিনটি রীতিতে দলের মাত্রা গণনা করা হয়। **দলবৃত্তে** মুক্ত-রুদ্ধ নির্বিশেষে সমস্ত দলই ১ মাত্রার মূল্য পায় —

১ ১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

এ গোঁফ যদি / আমার বলিস / করব তোদের / জবাই

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তদল সর্বদা ১ মাত্রা এবং রুদ্ধদল সর্বদাই ২ মাত্রা —

১১ ১ ১ ১১ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১

হাঁটু গেড়ে বসে / দিন রাত্রির / ভিক্ষা ও প্রা- / র্থনা

মিশ্রবৃত্ত ছন্দে আবার পদান্ত বা শব্দান্তের রুদ্ধদলই কেবলমাত্র ২ মাত্রার মূল্য পায়, অন্য সমস্ত দল ১ মাত্রা —

১ ২ ১ ২ ১১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১

পেঁচার ধূসর পাখা / উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে

বিষয়টি সারণির সাহায্যে এভাবে বোঝানো যায় —

ছন্দরীতি	মুক্ত দলের মাত্রা	রুদ্ধ দলের মাত্রা
দলবৃত্ত	১ মাত্রা	১ মাত্রা
মাত্রাবৃত্ত	১ মাত্রা	২ মাত্রা
মিশ্রবৃত্ত	১ মাত্রা	শব্দান্তে বা পদান্তে ২ মাত্রা, অন্যত্র ১ মাত্রা

Scanned with CamScanner

দলবৃত্ত ছন্দ বা স্বরবৃত্ত ছন্দ

অথবা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ / বলবৃত্ত ছন্দ /লৌকিক ছন্দ / দেশি ছন্দ / ছড়ার ছন্দ

চার মাত্রার পর্ববিশিষ্ট যে কাব্যছন্দে 'দলমাত্রা'ই ছন্দপরিমাপক একক হিসাবে বিবেচিত হয়, অর্থাৎ যে ছন্দরীতিতে মুক্ত-রুদ্ধ নির্বিশেষে সমস্ত দলই এক মাত্রার মূল্য পায় এবং যে লৌকিক ঐতিহ্যময় দেশীয় ছন্দ সাধারণত দ্রুতলয়সম্পন্ন ও স্বরাঘাতময়, সেই বাংলা ছন্দকেই বলা হয় দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দ।

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির বিচার করে এই ছন্দের বিচিত্র নামকরণ করা হয়েছে। যেমন—

দলবৃত্ত রীতির ছন্দে মুক্তদল ও রুদ্ধদল উভয়ই এক মাত্রার মূল্য পায়। অর্থাৎ দল সংখ্যাই এই ছন্দে মাত্রা সংখ্যার নিরূপণ করে বলে এই ছন্দের যুক্তিসঙ্গত নাম **দলবৃত্ত ছন্দ**।

উদাহরণ —

১১ ১১ ১১ ১১ ১ ১ ১১১১ ১১

আমি যদি / জন্ম নিতেম / কালিদাসের / কালে

আবার প্রতিটি দল যেহেতু সাধারণত একটি ক'রে স্বরধ্বনির আশ্রয়ে গঠিত, সেহেতু দলপ্রতি একমাত্রা অর্থই স্বরপ্রতি এক মাত্রা। সেজন্য এই ছন্দের নাম **স্বরবৃত্ত ছন্দ**। অবশ্য এই নামকরণ যিনি করেছিলেন, সেই প্রবোধচন্দ্র সেনই পরে **স্বরবৃত্ত** নাম বর্জন ক'রে **দলবৃত্ত** নামটিকে গ্রহণ করেছেন।

উৎপত্তির বিচারে একান্ত বঙ্গদেশীয় বলে একে **দেশিছন্দ** বলা হয়। দেশীয় লোকব্যবহারে বহুল ব্যবহারের জন্য এর নাম **লৌকিক ছন্দ** এবং এ ছন্দ ছড়া জাতীয় পদ্য রচনার অনুকূল বলে একে **'ছড়ার ছন্দ'**-ও বলা হয়। বাংলার বহু ব্রতের ছড়া, খেলার ছড়া বা ঘুমপাড়ানি ছড়া এই ছন্দেই রচিত।

প্রকৃতিগতভাবে এই ছন্দ সাধারণত কিছুটা চপল, দ্রুতলয়সম্পন্ন ও লঘু ভাব প্রকাশের অনুকূল। যদিও এই লঘু ও চপলতার প্রকৃতিটি সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্রুতলয় ও লঘুভাবের কারণে দলবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্বের প্রারম্ভে একটি ঝোঁক বা প্রস্বর থাকে। পর্বারম্ভে এই স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত থাকার কারণে অনেকে এ ই ছন্দকে বলে **শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ**। শ্বাসাঘাত অর্থ শ্বাসবায়ুর শক্তি বা বলের অনুবৃত্তি। সেজন্য এই ছন্দের অপর নাম **বলবৃত্ত ছন্দ**। তবে পর্বারম্ভে এই শ্বাসাঘাত দলবৃত্ত ছন্দের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়।

Scanned with CamScanner

এই শ্বাসাঘাত বা বলের উদাহরণ —

|　　　　|　　　　|

পক্ষীরাজের / খেয়াল হল / ঘাস খাবে।

|　　　　|

স্বর্গে কোথায় / ঘাস পাবে ?

দলবৃত্ত ছন্দে মুক্তদল যেমন ১ মাত্রার মূল্য পায়, তেমনি রুদ্ধ দলও উচ্চারণ দ্রুততার জন্য ১ মাত্রা গণনা করা হয়। দ্রুত লয় ও শ্বাসাঘাতের পুনঃপুনঃ আবর্তনের জন্য এই ছন্দের পর্বের পরিমাপ অন্যান্য ছন্দরীতির তুলনায় ছোটো। মাত্রা পরিমাণের দিক থেকে দলবৃত্তের পর্ব প্রায় অপরিবর্তনীয়ভাবেই চার মাত্রার। অবশ্য সংক্ষিপ্ততর অপূর্ণ পর্ব থাকতেই পারে।

যেমন —

১ ২ ১ ২　১ ২ ১ ১　২ ১ ১ ১　২ ১

যোগিনদাদার / ভূগোল গোলা / গল্প মনে / রইবে　　৪ + ৪ + ৪ + ২

অতএব ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন ব্যতিক্রমের কথা স্বীকার ক'রে নিয়েও **দলবৃত্ত** তথা **স্বরবৃত্ত** ছন্দ সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায় —

ক) প্রকৃতির দিক থেকে দলবৃত্ত ছন্দ —

১। লৌকিক জীবনের সঙ্গে নিকট সম্পর্কযুক্ত,

২। একান্তভাবে বঙ্গদেশীয়,

৩। ছড়াজাতীয় লঘু বিষয়ের পক্ষে অনুকূল,

এবং

খ) ছন্দ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই ছন্দে —

১। মুক্ত-রুদ্ধ নির্বিশেষে সমস্ত দল এক মাত্রার,

২। রুদ্ধদল যুক্তব্যঞ্জন কিংবা সংকুচিত বা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণবিশিষ্ট,

৩। মূল পর্ব পরিমাপের দিক থেকে অপরিবর্তনীয়ভাবে মাত্র চার মাত্রার,

৪। পূর্ণ পর্বের পাশাপাশি অপূর্ণ পর্ব এবং অতিপর্বেরও অস্তিত্বের সম্ভাবনাময়,

৫। পর্বের প্রারম্ভে স্বরাঘাত বা প্রস্বরবহুল, এবং—

৬। ক্ষুদ্র পর্বের নিকট আবর্তনের ফলে দলবৃত্ত ছন্দ সাধারণত দ্রুত লয়বিশিষ্ট।

Scanned with CamScanner

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বা কলাবৃত্ত ছন্দ

অথবা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ / সরলকলাবৃত্ত ছন্দ /সরলবৃত্ত ছন্দ

চার থেকে আট মাত্রার (জোড় বা বিজোড়-সংখ্যক) পর্ববিশিষ্ট যে কাব্যছন্দে 'কলামাত্রা'-ই ছন্দপরিমাপক একক হিসাবে বিবেচিত হয়, অর্থাৎ যে ছন্দরীতিতে মুক্তদল একমাত্রা এবং রুদ্ধদল সর্বদা দুইমাত্রার মূল্য পায়,— বিচিত্র পর্ববিন্যাসের সম্ভাবনাময়, সাধারণত মধ্যগতিসম্পন্ন সেই বাংলা কাব্যছন্দকেই বলা হয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বা কলাবৃত্ত ছন্দ।

মাত্রা সংখ্যা মুক্ত ও রুদ্ধ দলের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১ মাত্রা ও ২ মাত্রা সুনির্দিষ্ট বলে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন প্রথমে এই ছন্দের নামকরণ করেন **'মাত্রাবৃত্ত ছন্দ'**। কিন্তু পরবর্তীকালে অপ্রসারিত দলের উচ্চারণকালকে ('কলা') ছন্দপরিমাপক একক ('কলামাত্রা') বিবেচনা ক'রে তিনি এই ছন্দের নামকরণ করেছেন **'কলাবৃত্ত ছন্দ'**। কিন্তু বাংলা ছন্দে 'কলা'-র ধারণাটি কিছুটা অস্পষ্ট হওয়ায় অধিকাংশ আধুনিক ছন্দআলোচক **'কলাবৃত্ত'** নামকরণের যাথার্থ্য সম্পর্কে দ্বিধান্বিত। ফলে **'মাত্রাবৃত্ত'** নামটি আজও অধিক প্রচলিত। এই ছন্দে মাত্রা গণনার সরল নিয়মটি (মুক্তদল = ১ মাত্রা, রুদ্ধদল = ২ মাত্রা) প্রযুক্ত বলে অনেকে এই ছন্দের নামকরণ করেছেন **'সরলবৃত্ত ছন্দ'**।

এই ছন্দে ধ্বনির গুরুত্ব সর্বাধিক বলে অনেকে এই ছন্দকে বলেছেন **'ধ্বনিপ্রধান ছন্দ'**। কিন্তু ছন্দমাত্রই ধ্বনির শিল্প ; সেক্ষেত্রে দলবৃত্ত কিংবা মিশ্রবৃত্ত ছন্দেও ধ্বনির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাই **'ধ্বনিপ্রধান ছন্দ'** নামকরণ বিষয়ে অনেকেরই আপত্তি আছে।

বাংলা কবিতায় মাত্রাবৃত্ত তথা কলাবৃত্তের বহুল প্রচলন অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে। বাংলা কাব্যভাষা মধ্যযুগ পর্যন্ত ধ্বনিগত দিক থেকে প্রধানত ছিল কিছুটা তরলপ্রকৃতি ও সুরনির্ভর। মধ্যযুগীয় ব্রজবুলি ভাষাশ্রিত কবিতায় অবশ্য ধ্বনিঝংকার বিশেষ মূল্য পেয়েছিল। আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথই বোধহয় যুক্তধ্বনি, যুগ্মধ্বনি ও হসন্ত ধ্বনির বিশেষ গুরুত্ব অনুভব ক'রে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে মাত্রাবৃত্তের সচেতন প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে অবশ্য গুরুধ্বনির প্রাধান্য স্বীকৃত থাকায় মাত্রাবৃত্তের প্রকৃতি রক্ষিত হয়েছিল। তাই উৎপত্তি বিচারে এই ছন্দকে **তৎসম** বা **অর্ধতৎসম ছন্দ** বলা যেতে পারে।

যাই হোক, বাংলা মাত্রাবৃত্তে ধ্বনিঝংকার গুরুত্ব লাভ করায় তা গভীর ভাবদ্যোতক ছন্দতরঙ্গ সৃষ্টির অনুকূল হয়েছে। তবে এ ছন্দ দীর্ঘ আখ্যানের পরিবর্তে সংহত আকারের গীতিকবিতা বা লিরিক রচনার পক্ষে উপযুক্ত।

মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত ছন্দে মুক্তদল সর্বদা ১ মাত্রা এবং রুদ্ধদল সর্বদা ২ মাত্রার মূল্য পায়। অর্থাৎ দলপ্রকৃতি অনুযায়ী এই ছন্দের মাত্রাগণনা পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট।

Scanned with CamScanner

উদাহরণ —

১১ ২ ২ ১১১ ১ ২ ১ ২ ১১১ ১১

ঠকা ঠাই ঠাই / কাঁদিছে নেহাই / আগুন ঢুলিছে / ঘুমে

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্যা চার থেকে আট মাত্রা পর্যন্ত জোড় বা বিজোড় যে কোনো সংখ্যার হতে পারে। ফলে মাত্রাবৃত্তে পর্ববিন্যাস বা পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা বহুবিস্তৃত।

যেমন —

— — — — — — —⏑

১। ছিপ খান / তিন দাঁড় / তিন জন / মাল্লা ৪ + ৪ + ৪ + ৩

⏑⏑ ⏑ ⏑⏑ ⏑ — ⏑⏑ —

২। তুষারে আমি / ময়ূর নাচা- / লাম ৫ + ৫ + ২

⏑ — ⏑⏑⏑ ⏑⏑⏑ ⏑⏑⏑ ⏑⏑ ⏑⏑ ⏑⏑ ⏑⏑

৩। দুয়ার বাহিরে / যেমনি চাহিরে / মনে হল যেন / চিনি ৬ + ৬ + ৬ + ২

⏑ — ⏑⏑⏑⏑ ⏑⏑⏑ — ⏑⏑

৪। স্মৃতির বালুচরে / মুখেরা ভিড় করে ৭ + ৭

⏑ — ⏑⏑ — ⏑⏑⏑ —

৫। কোশল নৃপতির / তুলনা নাই ৭ + ৫

⏑⏑⏑ ⏑⏑ — ⏑ — ⏑⏑ ⏑⏑⏑ ⏑⏑⏑⏑ ⏑⏑

৬। গাহিছে কাশীনাথ / নবীন যুবা / ধ্বনিতে সভাগৃহ / ঢাকি ৭ + ৫ + ৭ + ২

— — ⏑⏑ ⏑⏑ ⏑ ⏑⏑⏑ ⏑⏑⏑

৭। দিনশেষে হয়ে এল / আঁধারিল ধরণী ৮ + ৭

ইত্যাদি।

অর্থাৎ দলবৃত্তের মতো মাত্রাবৃত্তে পর্বের মাপে চার মাত্রার সীমাবদ্ধতা নেই। মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই কেবলমাত্র জোড় বা বিজোড় এবং জোড়-বিজোড় মাত্রার পর্বসন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন বাংলা কবিতায় ও মধ্যযুগীয় ব্রজবুলি ভাষাশ্রিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অবশ্য সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণে কোনো কোনো মুক্তদলকে প্রসারিত বা দীর্ঘ উচ্চারণে দুই মাত্রা গণনা করার রীতি আছে। এই ধরনের ছন্দকে সাধারণত বলা হয় **'প্রত্ন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ'**। চর্যাপদ থেকে এই ধরনের প্রাচীন মাত্রাবৃত্তের উদারণ —

১ ১ ১১১১ ২১১ ১ ১

কা —০আ—০ / ত রু ব র / পঞ্চবি / ডা—০ল—০ ৪ + ৪ + ৪ + ৪

Scanned with CamScanner

ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলী থেকে প্রত্নমাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্ত —

২১১ ২১১ ১ ১১১১ ১১১১
কণ্টক গাড়ি ক-/ ম ল স ম প দ ত ল

২১১২ ১১ ২ ২ ৮ + ৮ + ৮ + ৪
মঞ্জীর চী—০রহি / ঝাঁ—০পি—০

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালেও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এইভাবে মুক্তদলের প্রসারিত উচ্চারণের রীতি আছে —

১১১১ ১১১১ ২ ১১ ১১২ ৪ + ৪ + ৪ + ৪
জ ন গ ন / ম ন অ ধি / না—০য়ক / জয় হে—০

রুদ্ধদলের সাধারণভাবে ২ মাত্রা গণনার প্রক্রিয়াকে অনেকে আবার অন্যভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুক্ত ব্যঞ্জনের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয় এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী অক্ষর দীর্ঘ ও দ্বিমাত্রিক হয়। যেমন — 'দগ্ধ' শব্দের 'গ্ধ' যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'দ' দ্বিমাত্রিক হবে। তবে অক্ষর বা বর্ণ হিসাবে না দেখে ছন্দ-বিচারে উচ্চারিত ধ্বনি বা 'দল' দেখাই সঙ্গত। 'দগ্ধ' শব্দের উচ্চারণগত দলবিভাগ 'দগ্. ধ.'। 'দগ্' রুদ্ধদল হওয়ায় স্বভাবতই মাত্রাবৃত্তের বিচারে দ্বিমাত্রিক হবার কথা।

ব্যতিক্রমী বিভিন্ন দৃষ্টান্তের ও সূত্রের কথা স্মরণে রেখেও **'মাত্রাবৃত্ত'** বা **'কলাবৃত্ত'** সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায় —

ক) প্রকৃতিগতভাবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ —

১। ধ্বনিঝংকারময়
২। সংহত সংক্ষিপ্ত লিরিক কবিতার উপযোগী এবং —
৩। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মাত্রাবৃত্ত কিছু অর্বাচীন।

এছাড়া —

খ) ছন্দ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে —

১। মুক্তদল সাধারণত এক মাত্রা এবং রুদ্ধদল সর্বদা ২ মাত্রার,
২। যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট,
৩। পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার থেকে আট মাত্রার জোড় ও বিজোড় যে কোনো সংখ্যার,
৪। অপূর্ণ পর্ব ও অতিপর্বের সম্ভাবনা সুপ্রচুর,
৫। প্রত্নমাত্রাবৃত্তে কোনো কোনো মুক্ত দলের দ্বিমাত্রিক প্রসারিত উচ্চারণ, এবং—
৬। দলবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্তের প্রতিতুলনায় লয় সাধারণত মধ্যম বলে গণ্য।

Scanned with CamScanner